দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ২৭ জুন 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

১৪২ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা

ঢাকা ভার্সিটির সিনেট অধিবেশন শুরু ॥ নীল ও গোলাপী দলের শিক্ষকদের ওয়াকআউট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দল ও বামধারার সমর্থক গোলাপী দলের শিক্ষকদের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দিনব্যাপী বার্ষিক সিনেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। এই সিনেট অধিবেশনে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য এক শ' ৪২ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ এই বাজেট ঘোষণা করেন। বাজেটে এবারও যথারীতি শিক্ষা খাতের জন্য সবচেয়ে কম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যার পরিমাণ মাত্র ১৪ কোটি ৭৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র দশ দশমিক ৩৪ শতাংশ। বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ এক শ' ১৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনবাবদ খরচ হবে, যা মোট বাজেটের ৮১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। প্রতিবারের মতো বাজেটের সিংহভাগ সরকারী অনুদান থেকে আসবে, যার পরিমাণ এক শ' ২৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। নিজস্ব আয় থেকে যোগান দেয়া হবে ১৫ কোটি টাকা। এই অর্থ বছরের জন্য কোন ঘাটতি বাজেট ধরা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত নওয়াব আলী সিনেট ভবনে এই অধিবেশন শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের উদ্বোধনী ভাষণের পর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ তাঁর বাজেট বক্তৃতা শুরু করেন। কোষাধ্যক্ষের বাজেট বক্তৃতার পর উন্মুক্ত আলোচনা শুরু হয়। প্রথমেই বক্তৃতা করেন নীল দলের আহবায়ক অধ্যাপক ড. হুসেন মনসুর। তাঁর বক্তৃতা শেষে নীল ও গোলাপী দলের সদস্যরা ওয়াকআউট করেন। পরে তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩-এর অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে কোষাধ্যক্ষকে সিন্ডিকেটে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তাঁদের মতে, যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখবেন সেই ব্যক্তি যদি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সভায় থাকেন তাহলে তো আর কোন স্বচ্ছতা থাকবে না। সকল অনিয়ম করে সিন্ডিকেট সভায় তিনি তা পাস করিয়ে নিবেন। ফলে কোন জবাবদিহিতা থাকবে না। তাঁরা কোষাধ্যক্ষের এই মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবি জানান। এছাড়া অধ্যাপক আসাদুজ্জামান ও অধ্যাপক আমিনুল ইসলামকে সিন্ডিকেট সভায় মনোনয়ন দেয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা বলেন বর্তমানে নির্দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও জোট সরকারের মতো আচরণ করছে। দলীয় ব্যক্তিদের সবক্ষেত্রে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। মেধাকে উপেক্ষা করে এখনও দলীয় ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে দেয়া যায় না। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক হুসেন মনসুর, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. রহমত উল্লাহ প্রমুখ।

এবারের বাজেটে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে বিশেষ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। তিন কোটি টাকা ব্যয়ে তরুণ শিক্ষকদের জন্য ৪৪টি ফ্ল্যাটসহ টাওয়ার ভবন নির্মাণ, তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা কর্মচারীদের জন্য ৯০ লাখ ও চতুর্থ শ্রেণী মহিলা কর্মচারীদের জন্য ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ করা হবে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি।